সাংবাদিক মনির হায়দারের পিতার ইন্তেকাল

বাংলাভিশন টেলিভিশনের নিউইয়র্ক প্রতিনিধি সিনিয়র সাংবাদিক মনির হায়দারের পিতা মেহেরপুর সদর উপজেলার ইসলামনগর কেন্দ্রীয় মসজিদের ইমাম হোসাইন আহমেদ বার্ধক্যজনিত কারণে ইন্তেকাল করেছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাহি রাজিউন)।

গতকাল বৃৃহস্পতিবার ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিলো ৯৫ বছর। তিনি ৬ পুত্র ও ৩ কন্যা সন্তানের জনক ছিলেন।

মরহুমের পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে, আজ শুক্রবার বাদ আসর ইসলামনগর কেন্দ্রীয় ঈদগাহ ময়দানের জানাযা নামায অনুষ্ঠিত হবে। জানাযা শেষে স্থানীয় কবরস্থানে দাফন করা হবে।

সাংবাদিক মনির হায়দারের পিতার মৃত্যুতে সমবেদনা জানিয়ে শোক প্রকাশ করেন মেহেরপুর প্রতিদিনের সম্পাদক ইয়াদুল মোমিন, মেহেরপুর জেলা প্রেস ক্লাবের সভাপতি তোজাম্মেল আযম, সাধারণ সম্পাদক মাহাবুব চান্দু, মেহেরপুর প্রতিদিনের বার্তা সম্পাদক জুলফিকার আলী কানন, অনলাইন ডেস্ক ইনচার্জ খান মাহমুদ আল রাফি, স্টাফ রিপোর্টার শহিদুল ইসলামসহ মেহেরপুর সাংবাদিক মহল।

মেহেরপুরে হ্যান্ডবল ফাইনালে বাড়িবাঁকা সীমান্ত মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়

মেহেরপুর জেলা পর্যায়ে ৫০ তম জাতীয় স্কুল, মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষা পর্যায়ের গ্রীষ্মকালীন ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় মুজিবনগরের গোপালনগর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়কে পরাজিত করে হ্যান্ডবল

ইভেন্টের ফাইনালে উঠেছে বাড়িবাঁকা সীমান্ত মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়।

আজ বৃহস্পতিবার (১৪ সেপ্টেম্বর) মেহেরপুর সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে গ্রীষ্মকালীন ক্রীড়া প্রতিযোগিতার সেমিফাইনালে মেহেরপুর সদর উপজেলা চ্যাম্পিয়ন বাড়িবাঁকা সীমান্ত মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয় ২-১ গোলে মুজিবনগর উপজেলা চ্যাম্পিয়ন গোপালনগর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়কে পরাজিত করে জেলা পর্যায়ের ফাইনালে পৌছে।

সীমান্তে নেওয়া হলো মুক্তিযোদ্ধার লাশ, তবুও দেখা হলো না স্বজনদের

সীমান্তের শূন্য রেখায় শেষ বারের মত বাবার মুখ দেখার সুযোগ করে দিবে দুই দেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিজিবি ও বিএসএফ। মৃত্যুর পর কাটাতাঁরের কাছে বাবার লাশ নিয়ে অপেক্ষায় স্বজনরা। অপেক্ষা বাড়লেও শেষ পর্ষন্ত বাবাকে শেষ বারের মত দেখার অনুমতি বিএসএফ এর কাছে থেকে না পাওয়ায় ভারতে বসবাসরত ছেলে ও মেয়েকে ফিরতে হয় বুকভরা কষ্ট নিয়ে।

ঘটনাটি আজ বৃহস্পতিবার (১৪ সেপ্টেম্বর) দুপুরে মেহেরপুরের মুজিবনগর স্বাধীনতা সড়ক সীমান্তে। মুজিবনগর উপজেলার ভবের পাড়ার বীর মুক্তিযোদ্ধা রবীন দফাদার গতকাল বুধবার বিকেলে বার্ধক্ষ্যজনিত কারনে মৃত্যু বরণ করেন। এক মেয়ে ও দুই ছেলে বিবাহ বন্ধনের কারনে ভারতের নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগর গ্রামে বসবাস করে আসছেন।

ছেলে মাইকেল দফাদার বলেছে, বাবার মৃত্যুর খবর পেয়ে ওপারে কাটাতাঁর কাছে অপেক্ষা করতে থাকেন আমার ভাই বোন ও অন্যান্য স্বজনরাা। বিজিবির পক্ষ থেকে বিএসএফ কে চিঠি দিলে তাদের উদ্ধর্তন কর্মকর্তাদের অনুমতি না পাওয়ায় শেষ বারের মত বাবার মুখ দেখতে

পারলেন না সন্তানরা। বিয়ের পর ভারতে থেকে যায় মেয়ে ও দুই ছেলে। বাবাসহ পরিবারের অন্য সদস্যরা তার কাটার এপারে মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার ভবের পাড়ায় বসবাস শুরু করে। বাবা বীর মুক্তিযোদ্ধা রবীন দফাদার ১৯৭১ সালে পাক বাহীনির সাথে যুদ্ধ করে দেশ স্বাধীন করেন। এর পর সীমান্তে কাটাঁতারের বেড়া দিয়ে দুই দেশ ভাগ হলে পিতা ও সন্তানরা দুই দেশে বসবাস শুরু করেন। সীমান্তের তারকাটা দূরত্ব বাড়িয়ে রাখে বাবা ও ছেলে মেয়েদের মধ্যে। এর আগে বাবার জীবিত মুখটা দেখার জন্য বহু চেষ্টা করে দেখা হয়নি তাদের। মুঠোফোনে কথা বলে শান্তি খুজতো তারা।

গতকাল (১৩ সেপ্টম্বর) বিকালে বীর মুক্তিযোদ্ধা নিজ বাড়ীতে বাধ্যর্কজনিত কারণে মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুর খবরে শেষ বারের মত বাবার মুখটা দেখার জন্য ভেঙ্গে পড়েন তারকাটার ওপারে থাকা সন্তানরা। আত্মীয়স্বজনরা অনুরোধ করেন সীমান্তরক্ষি বাহীনি বিজিবি কে। দুই দেশের সীমান্তরক্ষি বাহীনির উচ্চ মহলে চিঠি চালাচালির পর মুজিবনগর স্বাধীনতা সড়কের ১০৫ নাম্বার মেইন পিলারের কাছে শেষ বারের মত বাবার মুখটা দেখোনোর জন্য মরাদেহ নিয়ে আসা হয় শূন্য রেখায়। সেখানে ওপারে অপেক্ষায় থাকা দুই ছেলে ও মেয়ের জন্য অপেক্ষায় থেকে দুপুরে বিএসএফের পক্ষ থেকে জানানো হয় উদ্ধর্তন কর্মকর্তাদের অনুমতি না পাওয়ায় বাবার লাশ দেখানো যাচ্ছে না।

বীর মুক্তিযোদ্ধার ছেলে মাইকেল দফাদার বলেন, মৃত্যুর পর বাবার মুখটা শেষ বারের মত দেখতে পেলে কিছুটা মনকে শান্তনা দিতো আমার ওপারে থাকা ভাই বোনরা। আমরা সীমান্তরক্ষী বাহিনীকে বিজিবি কে অনুরোধ করেছিলাম শেষ বারের মত আমার বাবার মুখটা দেখার ব্যাবস্থা করার জন্য। শেষ পর্ষন্ত ভারতীয় সীমান্তরক্ষি বাহীনির অনুমতি না পাওয়ায় দেখানো হলোনা। লাশ নিয়ে এখন দাফনের ব্যাবস্থা করবো।

স্থানীয় বাসিন্দা জুবের হোসেন বলেন, সীমান্ত গ্রাম গুলোতে বসবাসকারীরা বলছেন এমন ঘটনা এবারী প্রথম। অনেকের আপনজন বাবা মায়ের মৃত্যুর খবর পেলেও সীমান্তের শূন্য রেখায় শেষ দেখার ব্যাবস্থা করেন দুই দেশের সীমান্তরক্ষি বাহীনি। এবার তারকাটার কাছে গিয়েও আকুতি জানিয়ে চোখের জলে ফিরে এসেছে।

বিজিবির পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, আজ সকালে বিজিবির পক্ষ থেকে বিএসএফ কে একটি চিঠি দেওয়া হয়। শেষ বারের মত বাবার লাশ সীমান্তের শূন্যরেখায় দেখানোর জন্য। পরে দুপুরে বিএসএফের পক্ষ থেকে জানায়

অনুমতি না মেলায় দেখানো সম্ভব হচ্ছে না।

সাবেক ইউপি সদস্য দিলীপ মন্ডল বলেন, এখানকার বিজিবি ক্যাম্পের কমান্ডার ভারতের হৃদয়পুর বিএসএফের সাথে সাধ্যমত চেষ্টা করেছেন যোগাযোগ করার। ছেলে এবং মেয়েকে তার বাবার মরা মুখটা দেখানোর জন্য, কিন্তু সেটা হয়নি। তবে এর আগে এখানকার একটা মেয়ে মারা গেছিল সেটা দেখানো হয়েছিল।

মেহেরপুর যুব মহিলা লীগের উদ্যোগে উঠান বৈঠক

সরকারের সাফল্য ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উন্নয়নের ধারা পৌছে দিতে ও স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে মেহেরপুরে যুব মহিলা লীগের উঠান বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে।

মেহেরপুর পৌরসভার ৭, ৮ ও ৯নং ওয়ার্ড যুব মহিলা লীগের উদ্যোগে বৃহস্পতিবার বিকেলে কবি নজরুল শিক্ষা মঞ্জিল মাঠ প্রাঙ্গণে উঠান বৈঠকের আয়োজন করা হয়।

মেহেরপুর পৌর যুব মহিলা লীগের সভাপতি রোকসানা কামাল রুনুর সভাপতিত্বে উঠান বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন, বাংলাদেশ যুব মহিলা লীগের সহ-সভাপতি ও কেন্দ্রীয় কার্য নির্বাহী সদস্য সৈয়দা মোনালিসা ইসলাম, মেহেরপুর যুব মহিলা লীগের সাধারণ সম্পাদক অ্যাড. রুতশোভা মন্ডলের সঞ্চালনায় উপস্থিত ছিলেন, মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি আব্দুল হালিম, পৌর আওয়ামী লীগের সভাপতি ইকবাল হোসেন বুলবুল, ৭নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর নুরুল আশরাফ রাজীব। উঠান বৈঠকে যুব মহিলা লীগের বিভিন্ন ওয়ার্ডের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুরে ইজিবাইক উল্টে প্রাণ গেল দলিল লেখকের, আহত ২

মেহেরপুরে শ্যালো ইঞ্জিনচালিত পাখি ভ্যানকে সাইড দিতে গিয়ে ইজিবাইক উল্টে মাসুদ রানা নামের এক দলিল লেখক নিহত হয়েছে। আহত হয়েছেন আরো ২ জন।

আজ বৃহস্পতিবার দুপুরের দিকে সদর উপজেলার দফরপুর কোলার মোড়ে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত মাসুদ রানা গাংনী উপজেলার মোহাম্মদপুর গ্রামের ফিরোজ হোসেনের ছেলে। তিনি গাংনী উপজেলা সাবরেজিস্টার অফিসে দলিল লেখকের কাজ করতেন।

আহতরা হলেন- ইজিবাইক চালক মাদার আলী এবং হেমায়েতপুর গ্রামের লেকজান খাতুন। এদের মধ্যে মাদার আলীকে কুষ্টিয়া মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে রেফার্ড করা হয়েছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, মেহেরপুর সদর উপজেলার দফর থেকে একটি একটি ইজিবাইক যোগে মাসুদ রানাসহ কয়েকজন গাংনীর নিজ বাড়িতে ফিরছিলেন। পথিমধ্যে কোলার মোড় নামক স্থানে পৌছালে হঠাৎ একটি শ্যালো ইঞ্জিন চালিত পাখি ভ্যান সামনে আসে। পাখিভ্যানটিকে সাইডদিতে গিয়ে ইজিবাইকটি উল্টে যায়। ইজিবাইকে থাকা সকলেই আহত হয়। খবর পেয়ে মেহেরপুর ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের একটি দল আহতদের উদ্ধার করে মেহেরপুর সদর হাসপাতালে নিয়ে আসলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মাসুদ রানাকে মৃত ঘোষণা করে এবং গুরুতর আহত ইজিবাইক চালক মাদারকে কুষ্টিয়া মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে রেফার্ড করে।

মেহেরপুর সদর থানার ওসি(অপারেশন) জাহাঙ্গীর সেলিম জানান, মাসুদ রানার পরিবারের সদস্যদের লিখিত অনুরোধের প্রেক্ষিতে মৃতদেহ ময়নাতদন্ত ছাড়াই স্বজনদের নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে। এ বিষয়ে একটি নিয়মিত মামলা দায়ের করা হয়েছে।’

মুজিবনগরে ঢেউটিন ও চেক বিতরণ

মুজিবনগরে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী ও মেহেরপুর ১আসনের সংসদ সদস্য ফরহাদ হোসেন, এমপির বিশেষ বরাদ্দ হতে অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্থ / বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারের মাঝে দুর্যোগ ব্যাবস্থাপনা অধিদপ্তর কর্তৃক প্রদত্ত ঢেউটিন ও চেক বিতরণ করা হয়েছে।

আজ বৃহস্পতিবার সকালে মুজিবনগর উপজেলা প্রশাসন ও উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিভাগের আয়োজনে, উপজেলা পরিষদ চত্ত্বর উপজেলা নির্বাহী অফিসার অনিমেষ বিশ্বাস ও উপজেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি রফিকুল ইসলাম তোতা উপস্থিত থেকে এ সব ঢেউটিন ও চেক বিতরণের উদ্বোধন করেন।

উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন অফিসার মাশরুবা আলেম মেহেরপুর প্রতিদিনকে জানান, প্রতিমন্ত্রীর বিশেষ বরাদ্দ হতে বৃহস্পতিবার ৪২ টি পরিবারের মাঝে ৪৬ বাইন ঢেউটিন এবং বাইন প্রতি ৩ হাজার টাকা করে ১ লক্ষ ৩৮ হাজার টাকার চেক বিতরণ।

গাংনীতে স্কুলছাত্রীর ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার

মেহেরপুরের গাংনীতে নিজ ঘর থেকে রুবিনা খাতুন (১৬) নামের এক স্কুল ছাত্রীর ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করেছে পরিবারের সদস্যরা। রুবিনা খাতুন গাংনী উপজেলার হাড়িয়াদহ গ্রামের রবিউল ইসলামের মেয়ে ও হাড়িয়াদহ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের দশম শ্রেণির ছাত্রী।

আজ বৃহস্পতিবার (১৪ সেপ্টেম্বর) সকাল ৭টার দিকে নিজ শয়ন কক্ষের বাঁশের আড়া থেকে তার ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করা হয়। গাংনী থানার অফিসার ইনচার্জ আব্দুর রাজ্জাক মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

রায়পুর ইউনিয়নের ২ নম্বর ওয়ার্ড সদস্য রাজু আহমেদ জানান,

আগামীকাল শুক্রবার (১৫ সেপ্টেম্বর) রুবিনা খাতুনের পরিবারের লোকজন তার বিয়ের দিনক্ষণ ঠিক করেছিল। কিন্তু রবিনা খাতুন ওই বিয়েতে রাজি ছিল না। সে কারণেই হয়তো এমন ঘটনা ঘটতে পারে বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে।

ওসি আব্দুর রাজ্জাক জানান, গলায় ফাঁস নিয়ে এক স্কুল ছাত্রীর মৃত্যুর সংবাদ পেয়েছি। ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে।

গাংনীর গাঁড়াবাড়িয়া গ্রামের তিন গরু চোর গ্রেফতার

গাংনী উপজেলার ধলা পুলিশ ফাঁড়ি অভিযান চালিয়ে ৩ গরু চোরকে গ্রেফতার করেছে। এসময় গরু বিক্রির ৫০ হাজার টাকা উদ্ধার করা হয়েছে।

আটককৃত গরু চোররা হলেন, গাংনী উপজেলার গাঁড়াবাড়িয়া গ্রামের ইনারুল ইসলাম (৪০), বেল্টু হোসেন (২৩) ও ইকরামুল হক (১৮)।

ধলা পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ উপপরিদর্শক (এসআই) মো: তৌহিদুল ইসলামের নেতৃত্বে পুলিশের একটি টিম গোপন সংবাদে অভিযান চালিয়ে এই তিনজনকে গ্রেফতার করেন। এসময় ইনারুল ইসলামের স্বীকারোক্তি মোতাবেক তার হেফাজত থেকে গরু বিক্রির ৫০ হাজার টাকা উদ্ধার করে পুলিশ।

এসআই তৌহিদুল ইসলাম বলেন, গত ১০ সেপ্টেম্বর দিবাগত রাতে গাঁড়াবাড়িয়া গ্রামের কৃষক শরিফুল ইসলামের একটি এঁড়ে গরু গোয়াল ঘর থেকে চুরি হয়। এঘটনায় গরুর মালিক গাংনী থানায় একটি মামলা দায়ের করেন।

গ্রেফতারকৃত আসামিদের আজ বৃহস্পতিবার (১৩ সেপ্টেম্বর) দুপুরে আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

গাংনীতে ইয়াবাসহ যুবক আটক

গাংনী উপজেলা শহরে অভিযান চালিয়ে ১৫ পিচ ইয়াবাসহ আল আমিন ইসলাম ওরফে জনি (২২) নামের এক যুবককে আটক করেছে পুলিশ।

আল আমিন হোসেন ওরফে জনি গাংনীর চৌগাছা গ্রামের ডিগ্রি কলেজপাড়া এলাকার মিনারুল ইসলামের ছেলে।

গাংনী থানার উপপরিদর্শক (এসআই) শাহিন মিয়ার নেতৃত্বে পুলিশের একটি টিম আজ বৃহস্পতিবার (১৪ সেপ্টেম্বর) সকাল সাড়ে ১০ টার সময় গাংনী উপজেলা পরিষদের সামনে থেকে তাকে আটক করে পুলিশ।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

এসআই শাহিন মিয়া বলেন, গাংনী উপজেলা পরিষদের সামনে হেরোইন বিক্রির জন্য একজন মাদক ব্যবসায়ী অপেক্ষা করছেন এমন সংবাদের ভিত্তিত্বে অভিযান চালানো হয়। পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে দৌড়ে পালানোর সময় জনিকে আটক করা হয়।

ইয়াবা উদ্ধারের ঘটনায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে গাংনী থানায় একটি মামলা দায়ের হয়েছে। আটক জনিকে আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

গাংনীতে আবারও হেরোইনসহ আটক জলিল

একাধিক মাদক মামলার আসামি ২ গ্রাম হেরোইনসহ আব্দুল জলিল (৫৫) নামের এলাকার এক শীর্ষ মাদক ব্যবসায়ীকে গ্রেফতার করেছে গাংনী থানা পুলিশ।

মাদক ব্যবসায়ী আব্দুল জলিল গাংনী উপজেলার জোড়পুকরিয়া গ্রামের আনারুল ইসলামের ছেলে। সে বর্তমান গাংনী হাসপাতালের পিছনের পাড়াতে ভাড়া বাসাতে বসবাস করছেন।

গাংনী থানা পুলিশের উপপরিদর্শক (এসআই নি:) মো: শাহীন মিয়ার নেতৃত্বে পুলিশের একটি টিম গোপন সংবাদে গতকাল বুধবার দিবাগত রাতে গাংনী মহিলা কলেজ মোড় এলাকায় অভিযান চালিয়ে আব্দুল জলিলকে আটক করেন। এসময় তার কাছ থেকে ২ গ্রাম হেরোইন উদ্ধার করা হয়।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক এই তথ্য নিশ্চিত করেছন।

এসআই শাহীন মিয়া বলেন, গোপন সংবাদে অভিযান চালিয়ে আব্দুল জলিলকে আটক করা হয়েছে। তার বিরুদ্ধে এর আগেও মাদক বিক্রির অভিযোগে বেশ কয়েকটি মামলা রয়েছে।